ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অজয়ের কারণে আটকে গেল 'সিংহাম থ্রি'র শুটিং

পৃঃ ৫

টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৫৩ ● কলকাতা ● ১২ পৌষ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকা

রাজীব কুমারের আগাম জামিনের মামলা চালু করার হুঁশিয়ারি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নবনিযুক্ত ডিজিপি রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সারদা কাণ্ডের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।এর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভোন্দু অধিকারী বলেন, সিবিআইয়ের উচিত সুপ্রিম কোর্টে রাজীব কুমারের আগাম জামিনের মামলা যাতে ওঠে তার ব্যবস্থা করা। আর সিবিআই যদি তা না করে তাহলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ সেই ব্যবস্থা করবে।এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, মাননীয় সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্য অনুসারে একজন ব্যক্তি যিনি গ্রেফতারি এড়াতে স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন।যাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালীন প্রাসঙ্গিক দস্তাবেজ গোপন করার অভিযোগ রয়েছে যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ প্রভুদের তিনি রক্ষা করতে পারেন, তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি পদে বসিয়ে সারদাকাণ্ডের প্রধান সুবিধাভোগীর উপযুক্ত পুরস্কৃত

এরপর ৩ পাতায়

কেউকেটা হয়ে গিয়েছে...'!

চাকলা থেকে বড় হুঁশিয়ারি মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জ্যোতিপ্রিয়-হীন উত্তর ২৪ পরগনায় আজ কর্মিসভার বৈঠকে যোগ দিয়ে দলকে বড় বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে আজ চাকলা থেকে একদিকে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে একের পর এক নিশানা করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদেরও সতর্ক করে হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা।জ্যোতিপ্রিয়হীন উত্তর চব্বিশ পরগনায় এসে ফের একবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল ইডি-সিবিআই এর কার্যকলাপ নিয়ে মুখ খোলেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, "বালুকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাতে ভোটের কাজ না করতে পারে। ইডি, সিবিআই দিয়ে অত্যাচার করছে। যা চলছে সন্ত্রাস, অত্যাচার। আগে কখনও সরকার করেনি। এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।"কার্যত তেইশের শেষেই চব্বিশের প্রচার শুরু করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী। আজ, চাকলায় তৃণমূলের কর্মিসভার মঞ্চ থেকেই লোকসভা ভোটের প্রচারে এক ধাপ এগোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিপ্রিয়-হীন জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইতিমধ্যেই চিন্তা বাড়িয়েছে শাসকদলের। তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশে আগেই গঠিত হয়ে গিয়েছে কোর কমিটি। তারইমধ্যে আজ সভা থেকে বড় বার্তা মমতার।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কিছু কিছু এলাকায় আমি শুনতে পাচ্ছি নিজেরা কেউকেটা হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতায় ইডির হানা?

নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার ডেরায় তল্লাশি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছরের শেষে আবার শহরে ইডির হানা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ফের কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযানে ইডি। সকাল সাড়ে ছটা থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। একসঙ্গে নটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।ছরের শেষে আবার শহরে ইডির হানা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ফের কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযানে ইডি। সকাল সাড়ে ছটা থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। একসঙ্গে নটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।ইডি সূত্রে খবর, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার কাজ হয়েছে। আর কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে? সেই খোঁজে তল্লাশি অভিযানে নেমেছেন আধিকারিকরা। এখানেও কি কালো টাকা সাদা করার কাজ হয়েছে? প্রশ্ন রয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে। হাতে সময় কম তদন্তকারীদের। সম্প্রতি আরও বেশ কিছু জায়গায় অভিযান চালিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। আরও নতুন নতুন তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। এমনই দাবি করা হয়েছে। এ দিনের অভিযানে কোন তথ্য হাতে

এরপর ৩ পাতায়

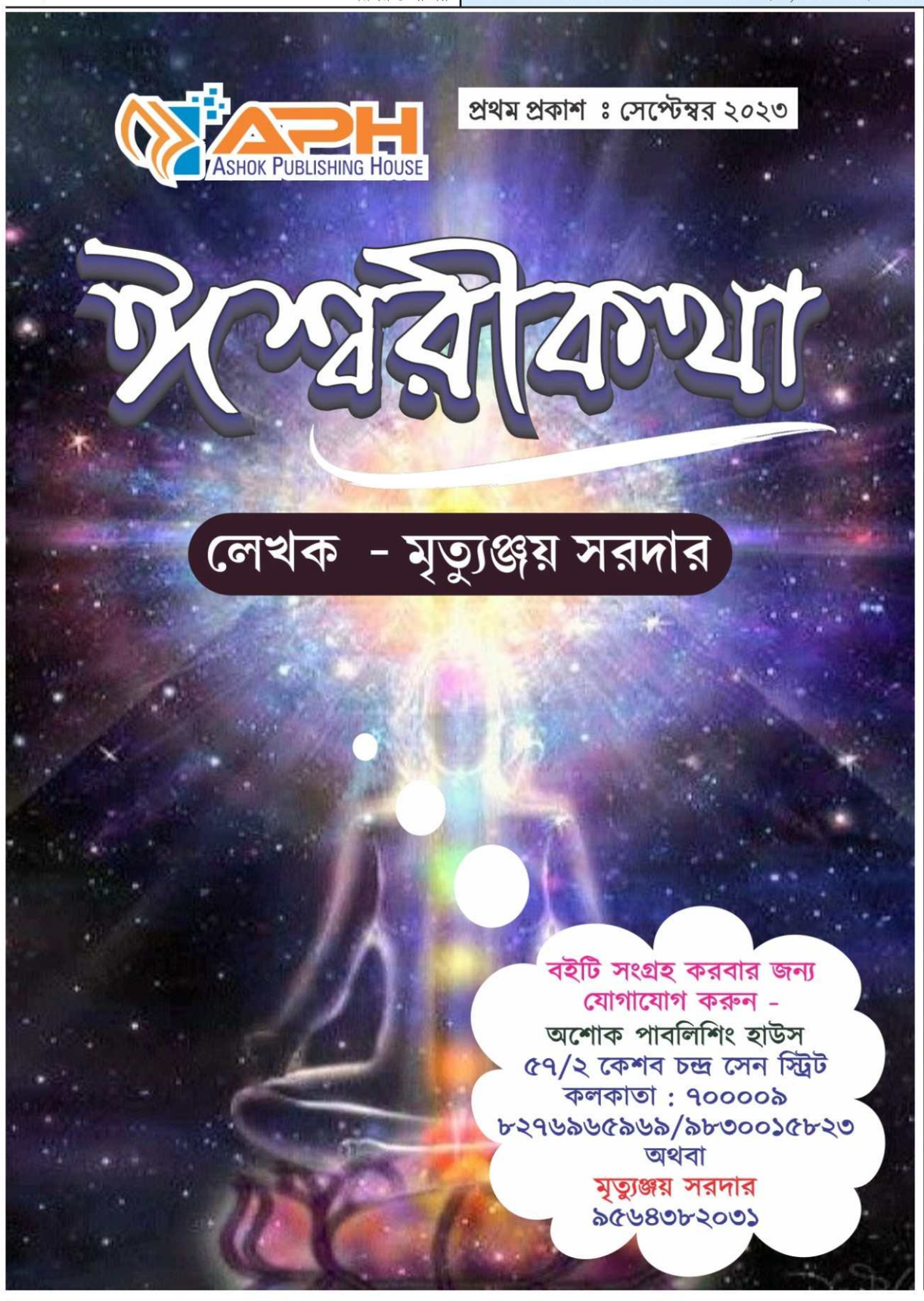

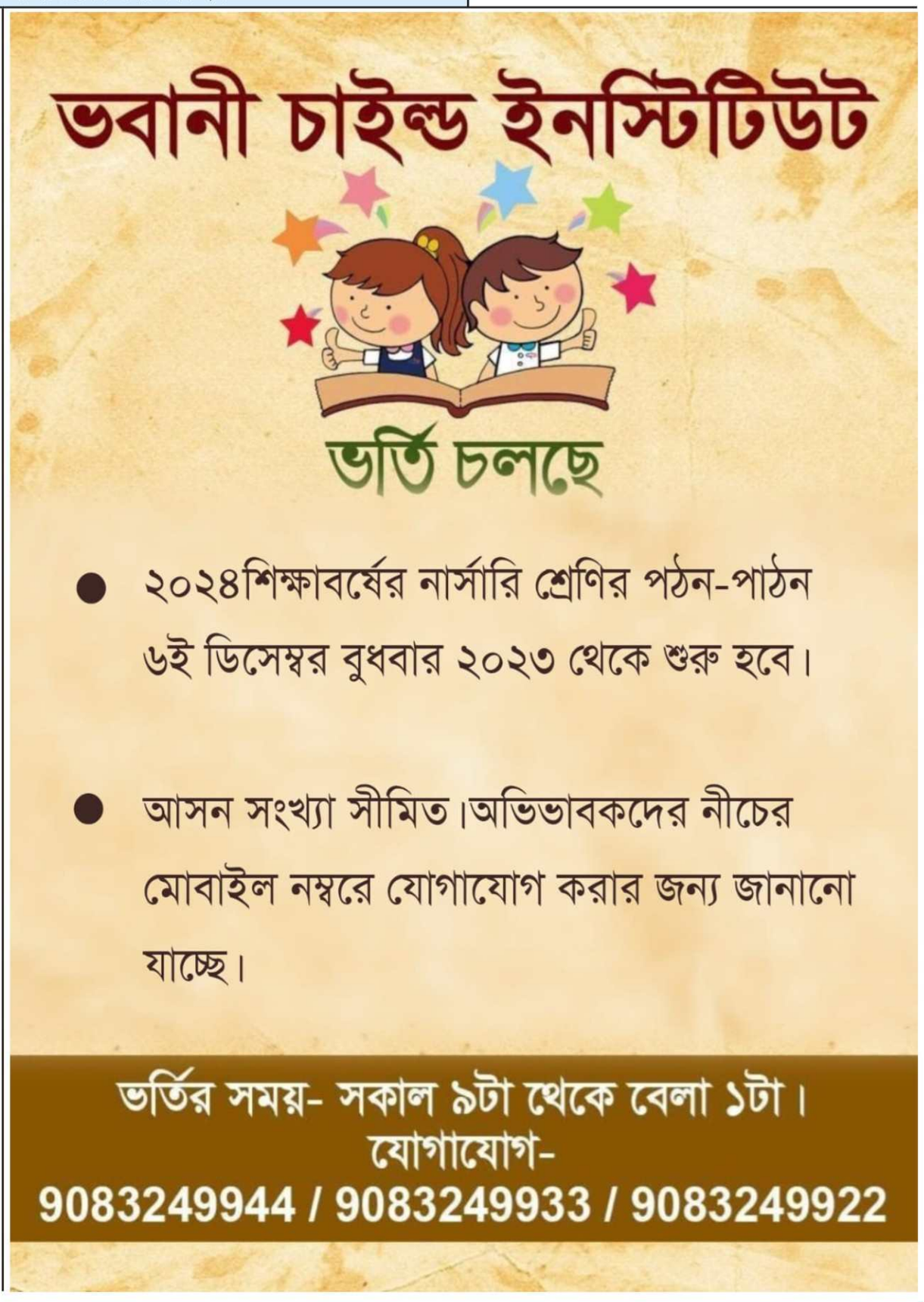

রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছরের স্মরণে

১২৫ টাকার স্মারক মুদ্রা এবং ডাক টিকিট প্রকাশ শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়ালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায় বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সংসদ বিষয়ক ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল হাওড়ার বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছরের স্মরণে ১২৫ টাকার স্মারক মুদ্রা এবং একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ, কলকাতা অঞ্চলের পোষ্ট মাস্টার জেনারেল শ্রী সঞ্জীব রঞ্জন, কলকাতা টাঁকশালের চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী রজত পাল।

অনুষ্ঠানের ভাষণে মন্ত্রী স্মারক মুদ্রা ও ডাক টিকিট প্রকাশের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংগঠনের উজ্জ্বল ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন ১২৫ বছরে এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক স্পর্শ করেছে, যা আধ্যাত্মিক চেতনা, সেবা এবং সামাজিক উন্নয়নের গভীরে নিহিত এক পরম্পরাকে প্রতিফলিত করে। এই মিশন এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ, ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সমাজের বহুমুখী চাহিদা পূরণে কাজ করে চলেছে। মন্ত্রী জানান, তিনি প্রায়শই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিদর্শন করেন। শ্রী মেঘওয়াল বলেন, তরুণদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে এবং তাঁরা যাতে দেশের সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন, সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাগুলিকে সর্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ রূপ দিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ এই অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর পূর্তি উদযাপনে স্মারক মুদ্রা এবং ডাক টিকিট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র নেতৃত্বাধীন জাতীয় রূপায়ণ কমিটিকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র লক্ষ্য

সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের উদ্দেশে ভাষণও দেন তিনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার সুবিধাভোগী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সূচনার ৫০ দিনের মধ্যে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা' ২.২৫ লক্ষ গ্রামে পৌঁছেছে, যা একটি নজির। এই সাফল্যের জন্য তিনি সকলকে, বিশেষত মহিলা এবং যুব সমাজকে ধন্যবাদ জানান। শ্রী মোদী বলেন, কোনো কারণবশত যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পাননি, তাঁদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র লক্ষ্য। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। বিগত ১০ বছরে সাধারণ মানুষের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং সকলেই তা বুঝতে পারছেন বলে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য। তিনি আরও বলেন, আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কল্যাণে নিজেদের জীবনযাত্রা উন্নত করে তুলেছেন।

'মোদী কী গ্যারান্টি কী গাড়ি' যেখানেই পৌঁছচ্ছে, সেখানেই মানুষের আশা ও ভরসা আরও বাড়ছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র মাধ্যমে উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগের জন্য ৪.৫ লক্ষ নতুন আবেদন জমা পড়েছে, ১ কোটি আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, ১.২৫ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে, ৭০ লক্ষ মানুষের যক্ষ্মা সংক্রমণের পরীক্ষা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়া পরীক্ষা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। আধার কার্ড এবং সুবিধাপ্রাপকদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি তৈরির কাজও চলছে বলে জানিয়েছেন শ্রী মোদী। এইসব উদ্যোগকে সফল করে তুলতে এবং যোগ্য সুবিধাভোগীকে খুঁজে বার করায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, গ্রামের মহিলাদের স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ জোর দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে মোট ১০ কোটি মহিলা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেন। ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে এঁদের ৭.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী তিন বছরে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' তৈরি করার লক্ষ নেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। 'নমো ড্রোন দিদি যোজনা' গ্রামের মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে বলে আশাবাদী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কৃষক উৎপাদক সংগঠন এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতির মতো সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সমবায়কে গ্রামীণ ভারতের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ করে তোলায় তাঁর সরকার সচেষ্ট বলে শ্রী মোদী জানান। মৎস্যচাষের মতো ক্ষেত্রকেও সমবায় উদ্যোগের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২ লক্ষ গ্রামে নতুন কৃষি ঋণ সমিতি তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। দুগ্ধ উৎপাদন এবং পণ্য মজুতের ক্ষেত্রেও সমবায় কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলে তিনি মনে করেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে ২ লক্ষেরও বেশি অতিক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। 'এক জেলা, এক পণ্য' কর্মসূচির প্রসঙ্গে তুলে ধরে শ্রী মোদী 'স্থানীয়ের পক্ষে সওয়াল'-এর ধারণা আরও জোরদার করার কথা বলেছেন। 'মোদী কী গ্যারান্টি কী গাড়ি' স্থানীয় পণ্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করছে এবং এইসব পণ্য জিইএম পোর্টালেও নিবন্ধীকৃত করা সম্ভব বলে তিনি জানান। 'মোদী কী গ্যারান্টি কী গাড়ি' কর্মসূচির ধারাবাহিক সাফল্য প্রার্থনা করে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ শেষ করেন।

কোনও বিচার হয়নি,

সবাইকে জেলে ভরে রেখে দিচ্ছে, এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিজেপির নির্দেশেই সিবিআই, ইডিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে আগেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সম্প্রতি সংসদে ১৫০ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করেছে মোদী সরকার। তৃণমূল নেত্রীর সতকর্তা, 'আগেও অনেক সরকার ছিল। কিন্তু এই ধরনের অত্যাচার, সন্ত্রাস আগে কখনও হয়নি। মনে রাখবেন বাংলা থেকে আমরা কম আসন পেলে ওদের অত্যাচার আরও বাড়বে।

নাগরিকত্ব প্রশ্নেও এদিন কেন্দ্রের মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা। তিনি বলেন, "কীসের নাগরিকত্ব? নাগরিকত্ব না থাকলে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড হচ্ছে কী করে। আগে সিটিজেনশিপ কার্ড জেলা শাসকদের হাতে ছিল, কেড়ে নিয়েছে রাজনীতি করার জন্য। সমাজে সমাজে ভাগ করার জন্য। বলছে, একে দেব, ওকে দেব না। আমরা এই জিনিস বরদাস্ত করব না।"এবার এই প্রসঙ্গেই আরও বিস্ফোরক মমতা।তাঁর অভিযোগ, 'সিবিআই, ইডিকে ঢুকিয়ে টাকা এবং সোনা লুঠ করছে। আর সেই টাকা বিজেপির পকেটে যাচ্ছে। কোনও কেসের বিচার হয়নি। তৃণমূল করলেই জেলে ভরো! সারা দেশে এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে। আবার নেতারা বলছেন, গ্রেফতার বাড়ান। না হলে জেতা যাবে না।'

এই প্রসঙ্গেই টেনে এনেছেন জেলবন্দি বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রসঙ্গ। মমতা বলেন, 'বালুকে কেন অ্যারেস্ট করেছে? যাতে পার্টির কাজ না করতে পারে।'

সর্বভারতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোটে সিপিএম, কংগ্রেস থাকলেও এরাজ্যে তাঁরা বিজেপির 'বি টিম' হিসেবে কাজ করছে বলেও এদিন অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, 'বালুদের জেলে ভরে সেই সুযোগে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি ভাঙড় থেকে বারাসত একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আর সবাইকে চোর চোর বলছে।'নাম না করে বাম-কংগ্রেসের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলেছেন, 'এত দম্ভ, এত অহঙ্কার কীসের জন্য?' খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই, 'দেশে ইন্ডিয়া জোট থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস একাই পারে বিজেপিকে শিক্ষা দিতে।'

এই প্রসঙ্গেই বিজেপির 'চক্রান্তে' পা না দেওয়ার আহ্বান শোনা গিয়েছে মমতার কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'বিজেপির টাকা নিয়ে ধর্মের রাজনীতি করতে যাবেন না। মনে রাখবেন, আমরাই কিন্তু ক্ষমতায় থাকব। আমরা নজরও রাখব। তবে বিজেপির মতো এজেন্সি লেলিয়ে আমরা রাজনীতি করি না।'

সম্প্রতি সংসদে ১৫০ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করেছে মোদী সরকার। তৃণমূল নেত্রীর সতকর্তা, 'আগেও অনেক সরকার ছিল। কিন্তু এই ধরনের অত্যাচার, সন্ত্রাস আগে কখনও হয়নি। মনে রাখবেন বাংলা থেকে আমরা কম আসন পেলে ওদের অত্যাচার আরও বাড়বে।

মুড়িগঙ্গায় ২ হাজার কোটির

সেতু নির্মাণের পথে রাজ্য সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘোষণা হয়েছিল আগেই। সেই অনুযায়ী নির্মাণের পরিকল্পনার কাজও শুরু করে রাজ্যের পূর্ত দফতর। দফায় দফায় সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পর ডি পি আর তৈরিও করা হয়। কথা হয়েছিল কেন্দ্র সরকারই এটি গড়ে দেবে। কিন্তু প্রথমে দিল্লি রাজি হলেও, পরে তারা পিছিয়ে যায়।সেই কারণেই রাজ্য সরকার সেখানে প্রায় ৪ কিমি লম্বা সেতু তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে সাগরদ্বীপ

এরপর ৩ পাতায়

চাঁচলে সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডের

কিনারা করতে তদন্ত শুরু করল সিআইডি

মালদা;২৮ ডিসেম্বর : নিউজ সারাদিন : চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় তদন্তে এলো রাজ্য সিআইডির পদস্থ কর্তারা। বৃহস্পতিবার চাঁচলের নেতাজি মার্কেটে ওই সোনার দোকানে তদন্তে যান রাজ্য সিআইডির কর্তারা।তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি প্রসুন ব্যানার্জি,পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা । এদিন চাঁচল নেতাজি মার্কেটের ডাকাতি হওয়া ওই সোনার দোকানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তদারকি করে দেখেন সিআইডির কর্তারা। যদিও এর আগেই তদন্তকারী পুলিশকর্তারা সংশ্লিষ্ট দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সূত্র ধরেই ডাকার দলের খোঁজ শুরু হয়েছে।

এদিকে ঘটনার চার দিন কেটে গেলেও দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করেছে ব্যবসায়ী মহলে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন,এই ডাকাতির ঘটনার বিষয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আমরা চিঠি লিখে জানিয়েছি। ভর সন্ধ্যায় একটা দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেল, আর তার চার দিন পরেও পুলিশ ঘটনার কিনারা করতে পারে নি । সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীরা রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়দিনের উৎসবের রাতে চাঁচলের নেতাজি মার্কেটে পাঁচ থেকে ছয় জনের সশস্ত্র ডাকাত দল লুঠপাট চালায়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা ও হীরের অলংকার লুঠ করে ডাকার দলটি। এই ঘটনার পর থেকেই দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।পাশাপাশি চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুরে সড়কের চেকপোস্ট তৈরি করেই নজরদারি চালানো শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে এদিন দুপুরে চাঁচলের ওই সোনার দোকানের ম্যানেজার কর্মচারী এবং মালিকের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারী সিআইডি কর্তারা।অলংকার লুঠ করার পর ডাকাত দলটি কিভাবে পালাতে সক্ষম হলো এবং ডাকাতদলটি কতক্ষণ ধরে এই সোনার দোকানে লুঠপাট চালিয়েছে তাও খতিয়ে দেখেন সিআইডির কর্তারা।

তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যেহেতু চাঁচল থেকে বিহার রাজ্যের সীমান্ত সামান্য দূরে। তাই ওই রাজ্যের দুষ্কৃতীরা এই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। ইতিমধ্যে বিহার পুলিশকেও এব্যাপারে অবগত করেছে জেলা পুলিশ।

অধীরদের সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্বে কি ছেদ টানবেন সেলিমরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তবে কি শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের সঙ্গেই বাংলায় আসন ভাগাভাগি করতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস? ঘটনা পরম্পরা যে পথে এগোচ্ছে, তাতে এই নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। জোর জল্পনা চলছে, কংগ্রেস যদি তৃণমূলের সঙ্গে আসন বোঝাপড়ার দিকে এগোয়, তাহলে বামেদের অবস্থান কী হবে? প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে কি বন্ধুত্ব অটুট রাখবেন লাল পতাকার ধারক-বাহকরা? এসবের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সেলিম বললেন, "কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেবে। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বলব কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। বাংলার কংগ্রেস ঠেকে শিখেছে।" সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, "কোন মুখে কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে (বন্ধুত্বের পথে) যাবে, সেটাও আমাদের দেখার দরকার।"বামেদের অবস্থান কী হতে চলেছে, এবার তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বামেদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করতেই সটান জবাব, 'অবস্থান একদম স্পষ্ট আছে।' কী সেই স্পষ্ট অবস্থান?

সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের সাফ কথা, "বিজেপি ও তৃণমূলের সঙ্গে যাদের সংশ্রব থাকবে না, তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হবে। যারাই বিজেপি ও তৃণমূলের সম্পর্কে দুর্বলতা দেখাবে, তাদের থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে আমাদের অবস্থান হবে।" নিজের বক্তব্য থেকেই বুঝিয়ে দিলেন, কংগ্রেস দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে পারবে না। যদি তৃণমূলের সঙ্গে বন্ধুত্বের পথে এগোয়, তাহলে যে বামেদের থেকে দূরত্ব তৈরি হতে পারে, ঠারেঠোরে সেই প্রচ্ছন্ন সাবধানবাণীও দিয়ে রাখলেন কংগ্রেসকে।মহম্মদ সেলিম এদিন আবারও বিজেপি ও তৃণমূলের 'আঁতাতের' তত্ত্ব উসকে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপি ও তৃণমূল পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বাক-বিতণ্ডা করতে পারে। কিন্তু সংসদের মধ্যে, সংসদের বাইরে, দুর্নীতি-অন্যায়-সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তাদের নীতিগত ও রাজনৈতিক অবস্থান একমুখী। দুটিই আরএসএস পরিচালিত সংগঠন। সেই জন্য বিজেপি ও তৃণমূল উভয়ের বিরুদ্ধেই ইন্ডিয়া ও বাংলা লড়বে।'

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এখন পাখির চোখ লোকসভা ভোট। বিজেপিকে হারাতে কোমর বাঁধছে বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট। চলছে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনার পর্ব। সূত্রের খবর, দিল্লির বৈঠকে কংগ্রেসকে বাংলায় দু'টি আসন ছাড়তে রাজি হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে আবার দক্ষিণ মালদার বর্ষীয়ান সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীও আসন সমঝোতা নিয়ে একইরকম দাবি করেছেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের কাছে আরও কয়েকটি আসনের দাবি জানানো হয়েছে বলেও বলেছেন তিনি।

১-ম পাতার পর

কলকাতায় ইডির হানা? নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার ডেরায় তল্লাশি?

লাগে তদন্তকারীদের। সেই বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক জায়গায় হানা দিল ইডি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে কলকাতার অন্তত ৯ টি জায়গায় হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। বৃহস্পতিবার সকালে ডালহৌসি অঞ্চলের একটি অফিসে তদন্তকারীরা পৌঁছান। বড়বাজারের একটি অফিসে এবং সল্টলেকের বেঙ্গল কেমিক্যালসে দেখা যায় ইডি আধিকারিকদের। ইডির তরফে এই তল্লাশির কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানা যায়নি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকে শিক্ষক দুর্নীতি মামলার তদন্তের সূত্রেই এই অভিযান।

বড়বাজারে (৩০৩ নম্বর বাড়িতে) যে জায়গায় ইডি আধিকারিকরা হানা দিয়েছেন, সেটি এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের অফিস বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, হিসেবে গরমিল সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের সূত্রেই সেখানে হানা দেওয়া হয়েছে। মানিকতলার মনি কলা আবাসনে তল্লাশি চলছে। সুবোধ সাচার ও অশোক ইয়াদুকার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চলছে।

বড়বাজার, মানিকতলা, ডালহৌসির অফিস পাড়া, সল্টলেকের বেঙ্গল কেমিক্যাল এলাকায় এই অভিযান চলছে। প্রত্যেকটি জায়গাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে বাইরে। ঘটনায় এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে

১-ম পাতার পর

কেউকেটা হয়ে গিয়েছে...'! চাকলা থেকে বড় হুঁশিয়ারি মমতার

গিয়েছেন। আর দলের মুখ পোড়াচ্ছেন। কোনও ঝগড়া বরদাস্ত করা হবে না। কেউ যদি ভাবে আমি বড় নেতা, কেউকেটা হয়ে গিয়েছি তা কিন্তু হবে না। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দুর্দিনে তাঁদের পাশে থাকতে হবে। কেউ দু:খ করে বাড়িতে বসে থাকলে তাঁকে ডেকে আনুন। আমি বড় হয়ে কাউকে পাত্তা দিলাম না এটাও ঠিক নয়।"

১-ম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকা রাজীব কুমারের আগাম জামিনের মামলা চালু করার হুঁশিয়ারি

করেছেন।

তাঁর দাবি, সারদাকাণ্ডের সিবিআই তদন্তকে বিপথে চালিত করতে তাঁর কালিমাময় ভূমিকা সত্ত্বেও লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর নিয়োগ কলঙ্কজনক। শুভেন্দু বলেন, এই কুখ্যাত ব্যক্তি গ্রেফতারির আশঙ্কায় আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তে সহযোগিতার শর্তে তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় সিবিআই। তার পর থেকে মামলার আর কোনও শুনানি হয়নি।

তাঁর প্রশ্ন, এই রকম একজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে ডিজির পদে বসানো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এর বিরুদ্ধে আদালত কোনও নির্দেশ দিলে পশ্চিমবঙ্গের মান সম্মান কি বজায় থাকবে?

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(শেষ পর্ব)

স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

২ পাতার পর

মুড়িগঙ্গায় ২ হাজার কোটির সেতু নির্মাণের পথে রাজ্য সরকার

জুড়বে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। তখন আর জলপথ নয়, স্থলপথেই পৌঁছে যাওয়া যাবে গঙ্গাসাগর মেলা তথা সাগরদ্বীপে। বদলে যাবে ব্লকের অর্থনীতিও। এই সেতু তৈরির জন্য রাজ্যের অর্থ দফতর এই প্রস্তাবিত প্রকল্পের সব ফাইল ফের চেয়ে পাঠিয়েছে পূর্ত দফতরে কাছ থেকে। এর আগে সেতু তৈরির খরচ ধরা হয়েছিল ১,৬৪৮ কোটি টাকা। সেটাই বেড়ে এবার ২ হাজার কোটি টাকা হতে চলেছে। নতুন অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট প্রস্তাবে উল্লেখ থাকবে এই সেতুর। কোনও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে পারে রাজ্য। তারপর রাজ্য নিজেই এই নির্মাণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। নজরে রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুড়িগঙ্গার ওপর রেল ও সড়ক সেতু। রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই সেতুর নির্মাণ নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। প্রায় ৪কিমি লম্বা এই সেতু গড়তে প্রাথমিক ভাবে ২ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষেই এই সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ২০২৪ সালের রাজ্য বিধানসভায় যে বাজেট অধিবেশন বসবে সেখানেই এই বরাদ্দের ঘোষণা করা হবে রাজ্য সরকারের তরফে। নবান্ন সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একদম শেষপ্রান্তে রয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমার অধীনস্থ সাগর ব্লক , যাকে অনেকেই সাগরদ্বীপ বলে চেনেন। বাংলা তথা দেশের মূল ভূখন্ড থেকে তা বিচ্ছিন্ন। সম্পূর্ণ দ্বীপ হিসাবে থাকা এই ব্লকের আয়তন ২৮২ বর্গ কিমির সামান্য বেশি। ব্লকে রয়েছে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে ২ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। এই ব্লকেই রয়েছে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই সাগরমেলা বসে। বাংলা তো বটেই, উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারত থেকে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় সেই মেলায়। অথচ এই মেলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার কোনওদিন কিছুই করেনি। এ পয়সাও তাঁরা বরাদ্দ করেনি এই মেলার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবছর ধরে বার বার দাবি করেছেন কেন্দ্রের কাছে, এই মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই দাবি আজও পূর্ণ করেনি কেন্দ্র সরকার। তা সে ইউপিএ জমানায় হোক বা এনডিএ জমানায়। তবে সাগরদ্বীপের উন্নয়নের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এই ব্লকের প্রায় সব পরিবারকেই আনা হয়েছে রাজ্য সরকারের নানান আর্থ সামাজিক প্রকল্পের অধীনে। সেই সঙ্গে নজর দেওয়া হয়েছে এই ব্লককে বাংলা তথা দেশের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে জুড়ে দিতেও। এখন বছরভর এই ব্লক তথা দ্বীপের মানুষদের মূল ভূখন্ড আসতে হলে ভেসেলের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মুড়িগঙ্গায় চর পড়ে যাওয়ায় ভাটার সময় সেই ভেসেল পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন সাগরবাসী। সেই দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাগরমেলায় আসা পূণ্যার্থীদেরও।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৫৩ সংখ্যা ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ১২ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

'কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে, দেশটাকে বেচে দিচ্ছে', মোদিকে নিশানা মমতার

বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই আবারও নাম না করেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা বানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে নিশানা বানালেন বিজেপিকেও।২৪'র ভোটে যাতে কোনও ভাবেই বাংলায় বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ না হয় সেই লক্ষ্যে মমতা বলেন, 'ভোটের সময় বড় বড় কথা বলে ভোট চাইতে আসে। কিন্তু বাংলার কবে কী করেছে ওরা? বাংলার মানুষদের জন্য কী করেছে? মতুয়া ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন আমরা করেছি, আর কেউ করেনি। নাগরিকত্ব নিয়ে সমাজে ভাগাভাগির চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সকলকে পাট্টা দিচ্ছি, যাতে তাঁদের উদ্বাস্তু হয়ে থাকতে না হয়।তোমরা আজ আছো কাল নেই। বিজেপি- সিপিএম-কংগ্রেস রাস্তায় নেমে চোর বলছে। যারা হাজার-হাজার কোটি টাকা ঘুষ খায়, তাদের চোর বলতে পারছে না। বিজেপি নেতারা সবথেকে বেশি চোর। ৩৪ বছর সিপিএম কিছু করেনি, বিজেপিও আজ পর্যন্ত কিছু করেনি। ভোট এলেই তফশিলিদের বাড়িতে ভাত খেয়ে বন্ধু সাজার চেষ্টা করে। তৃণমূলকে দেখে যারা চোর-চোর বলছে, তারা নিজেরা বড় ডাকাত। বিজেপির টাকা নিয়ে ধর্ম নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে যাবেন না। সিপিএম বা কোনও সাম্প্রদায়িক দলের কথায় ভোট দেবেন না। সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তা তৃণমূল সরকার দিয়েছে। বাংলা তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই রাখতে হবে। বিজেপি বাংলা থেকে বেশি আসন পেলে বিজেপির অত্যাচার বাড়বে। তাই বিজেপিকে ভুলেও একটি ভোটও দেবেন না।'নিশানা বানিয়েছেন কেন্দ্রের সরকারকেও। ২৪'র ভোটের আগে বাংলার মাটিতে কার্যত বিজেপিকে আক্রমণের সুর কোন পর্যায়ে থাকবে, কোন কোন ইস্যু নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা বানানো হবে, সেই সবই এদিন অর্থাত বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গার বুকে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের কর্মীসভা থেকে বেঁধে দিলেন মমতা। সেখানে থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা বানিয়ে তাঁর নাম না নিয়েই মমতা বলেন, 'পিএম কেয়ার ফান্ডে কত টাকা, কেউ জানে না। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে, দেশটাকে বেচে দিচ্ছে। সংসদে ১৫০জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এমন অত্যাচার আগে কোনওদিন হয়নি। কিন্তু মনে রাখবেন, ক্ষমতায় কিন্তু আমরাই থাকব, সব লক্ষ্য রাখব। ভুল বুঝবেন না, আমি আপনাদের পাহারাদার ছিলাম, আছি এবং থাকব।'এদিন কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'কেন্দ্র সরকার সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা বাংলাকে দেয়নি, তা সত্ত্বেও ৪৫ দিন কাজ করিয়েছি। ২০২১-এ যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সব কাজ শুরু হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ টাকা দিচ্ছে না।যত ইডি-সিবিআই ঢোকাচ্ছে, তত বিজেপির ঘরে টাকা ঢুকছে। দেশে এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে।' এর পাশাপাশি বিজেপিকে নিশানা বানিয়ে মমতা বলেন, 'বিজেপি সবাইকে দেখলে বলছে চোর-চোর। বলছে, তৃণমূলের সব নেতাদের জেলে ভরো। নেতাদের জেলে ভরছে যাতে নির্বাচনের কাজ করতে না পারে। বালুকে গ্রেফতার করেছে, যাতে দলের কাজ করতে না পারে। আর ওদের নেতারাই বলছে গ্রেফতারি বাড়াও, না হলে জেতা যাবে না। বিজেপিতে গেলেই ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার আর তৃণমূল করলেই জেলে ভরো! বিজেপির কতজন চোর জেলে গিয়েছে? প্রত্যেকটা প্রকল্পে ওরা কত কমিশন খায় জেনে রাখবেন।'

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এদিকে সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিদ্যাদেবী বা সরস্বতী দেবীকেই পূজা করে থাকে। দেবীর এক হাতে বীণা থাকার কারণে, এটিকে সংগীত দেবী বা বীণাপাণিও বলে থাকে। শাস্ত্রমতে সরস্বতী শব্দটির অর্থ, 'সতত রসে সমৃদ্ধা'। তিনি শুক্লবর্ণা, শুভ্র হংস বাহনা। 'বীণা-রঞ্জিত পুস্তক হস্তে।' অর্থাৎ এক হাতে বীণা ও অন্য হাতে পুস্তক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কনকনে শীতে খেজুর রস ও সুস্বাদু পিঠা বাংলার প্রধান উৎসব বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

জন্যে খেজুর গাছে একবার কাটার পরে আবারও পাঁচছয় দিন পর কাটতে হয়। গাছের সে কাটা অংশ শুকানোর জন্যে সময় দেয়া প্রয়োজন পড়ে। আর খেজুর গাছ কাটা অংশটা শুকানোর সুবিধার জন্য যেন সাধারণত পূর্ব এবং পশ্চিম দিক করে গাছ গুলো কাটা হয়। যাতে সূর্যের আলো সরাসরি কাটা অংশে পড়ে।সেই গাছ থেকে রস সংগ্রহের জন্য মাটির হাড়ি ব্যবহার করা হয়। হাড়িকে আবার অনেকেই বলে ভাঁড়। ঠিলা হিসেবে কেউ কেউ হাড়িটার নামকরণ ব্যবহার করে। সুতরাং, এ ভাঁড় সম্পর্কে যা বলতে চাই, তা হলো- হাড়িটি আসলেই খুবই ছোট আকৃতির একটি কলসের মতো। এই হাড়িটি থেকে ১০ কিংবা ১৫টি হাড়ির রস জ্বাল দিয়ে এক ভাঁড় গুড় হয়। সেই ১ ভাঁড় গুড়ের ওজন- ৬ থেকে ৮ কেজির মতো বলা চলে। গুড় তৈরির জন্য রস জ্বাল দেওয়া হয় মাটির জালায় বা টিনের তাপালে। সূর্যোদয়ের আগে বা খুব সকালেই- "রস নামিয়ে" এনে টিনের তাপালে উপরে জ্বালানি দিতে হয়। জ্বাল দিতে দিতেই একসময় রস ঘন হয়ে গুড় হয়ে যায়। এ গুড়ের কিছু অংশ তাপালের এক পাশে নিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি একটি খেজুর ডাল দিয়ে ঘষতে হয়। আর তা ঘষতে ঘষতেই সেই রসের অংশটুকু শক্ত হয়ে যায়। আর 'শক্ত অংশকেই' কেউ কেউ আবার বীজ বলে থাকে। সে বীজের সঙ্গেই তাপালের আরো যা বাকি গুড় গুলি থাকে সেগুলো মিশিয়ে যেন অল্পক্ষণের মধ্যে গুড় জমাট বাঁধতে শুরু করে। তখন এ গুড় মাটির হাড়ি বা বিভিন্ন আকৃতির পাত্রে রাখার প্রয়োজন পড়ে। সে গুড় গুলি দেখলে বুঝা যাবে, একেবারে জমাট বেঁধে পাত্রের আকৃতি ধারণ করেছে।এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বহু কাল ধরেই পেশাদার খেজুর গাছ কাটিয়ে আছে। স্থানীয় ভাষাতে এদের বলা হয় গাছি। কার্তিক মাসের শুরু থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত তারা খেজুর গাছগুলো কাটায় নিয়োজিত থাকে। যেসব চাষীদের স্বল্পসংখ্যক খেজুরগাছ আছে তাকে নিজেরাই কাটে। তারা রস পাড়ে ও বাড়িতে নিয়ে এসে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে। শীতের প্রকোপ যতো বেশি হবে, রসও ততো বেশি রসও পাবে। রস গাছে যখন কমে যায়, ঠিক তখন সেই রসের স্বাদ যেন বেশী হয়। এ রসকে 'জিরান কাট' রস বলে, গন্ধেও এ 'রস' হয় সবচেয়ে উত্তম। এমন 'জিরান কাট' রস নামানোর পর আবারও রসের ভাঁড় ও কলস গাছে টাঙালে তখন এই খেজুরগাছ থেকে যে রস পাওয়া যাবে তা উলাকাটা রস। গ্রাম বাংলায় শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে যারাই খেজুর বাগানের চাষ করে তারাই তো প্রকৃত অর্থে 'চাষী'। তারা গভীব রাতে খেজুর রস নামিয়ে উনুনের আগুনে জ্বালাতেই ব্যস্ত হয়। সত্যিই এমন দৃশ্য দেখা যায় খেজুর বাগানের পাশে উঁচু ভিটায়। অন্ধকারে নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যেই তারা জীবন সংগ্রামের যে মজার স্পন্দন উপলব্ধি করে তাকে না দেখলেই যেন স্পষ্টরূপে বিবরণ দেওয়া মুসকিল। উনুনের পাশে থাকে গাছি কিংবা শ্রমিক-মজুর, তাদের থাকবার জন্য বানায় কুঁড়ে ঘর, খেজুরের পাতা বা বিচালি দিয়েই ছাওয়া হয়। কান পাতলে শোনা যায়, গাছিয়াদের নিঃসঙ্গতা কাটাতে মিষ্টি মধুর গানের সুর। টানা সুরের গ্রাম্য এলাকার গান- প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গানও গেয়ে থাকে। তাদের সুরে আছে অদ্ভুত প্রাণময়তা ও আবেগ, সহজেই হৃদয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার মতো।পত্র বৃন্তে আবৃত খেজুরের কাণ্ডটি সরল, গোলাকৃতি বা ধূসর বর্ণের হয়। মাথায় মুকুটের মতো ছড়ানো যে পাতা গুলো তা উর্ধ্বমুখী আরো ব্যাখ্যায় গেলে বলতে হয় যে,- ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। খেজুরের 'ভিন্নবাসী' গাছে স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল আলাদাভাবেই গাছে জন্মায়। খেজুর গাছের পুংপুষ্পমঞ্জরী খাটো, ফুল সাদা মোচার মতো বা ঘিয়ে রঙের মতো দেখতে হয়। খেজুর গাছটির পরিপক্ক ফুলের মোচায় ঝাকুনি দিলে ধুলার মতো পুংরেণু বাহির হতে দেখা যায়। আবার, স্ত্রী পুষ্প মঞ্জরী লম্বা বা ফুলের রং হালকা সবুজ হয়ে থাকে। স্ত্রী গাছে 'অজস্র ফল' ধরে থাকে তা অনেক উজ্জ্বল দেখায়। এক মঞ্জরীতে 'বহু স্ত্রী ফুল' ফোটে, যা থেকে 'একটি কাঁদিও তৈরী' হয়। খেজুর গাছের মাথায় খুব সূচালো অসংখ্য কাঁটার সমন্বয়ে যেন এক ঝোপের মতো সৃষ্টি করে। এইখেজুর গাছের পাতার গোড়ার দিকের প্রত্যেকটা পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। সাধারনত এই পাতা তিন মিটার লম্বা এবং নীচের দিকে বিশেষ করে বাঁকানো হয়। খেজুর গাছ সারা বছর একই রকমেই থাকে। পাকা ফল দেখতেই পার্পেল-লাল রঙের এবং তা সুমিষ্ট হয় আর খাওয়াও যায়। পাখিদেরও প্রিয় এটি।এই খেজুর গুড় যারা বানায়, তাদের ঐতিহ্যগত পরিচয় তারা গুড়-শিল্পী কিংবা শিউলি। এমন শিউলিরা আদতে খেত মজুর। বর্ষার দিনে অনেক অঞ্চলে চাষাবাদের পর ভূমিহীন খেত মজুরদের কোনও কাজ থাকেনা। সুতরাং অনাহার-অর্ধাহারে তাদের দিন কাটাতে হয়। সেই সময়ে শিউলিরা দাদন নেয় মহাজনের কাছ হতে খেজুর গাছ। বিনিময়ে তারা মহাজনের নির্ধারিত দামে তাদের কাছেই অনেক সময় গুড় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরিশেষে এই কথা বলতে চাই যে খেজুর গুড় এখন সারা বাংলাদেশে পাওয়া যায়। কিছু জাতের খেজুর গাছগুলিও আরবের মেসোপটেমিয়াই আদি নিদর্শন হিসেবে গণ্য। খেজুর বা খেজুরের বসের জন্মভূমি আরবের সেই মেসোপটেমিয়া আর এ দেশে যেসব খেজুর চাষ হয় তার নাম Phoenix sylvestris। এমন খেজুর গাছের উচ্চতাও- ১০ হতে ১৫ মিটার। গ্রাম বাংলার এ জাতটিকে বুনো জাত হিসেবেও আখ্যায়িত করা হলেও আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মধ্যেই গন্য তাকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

অজয়ের কারণে আটকে গেল 'সিংহাম থ্রি'র শুটিং

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অ্যাকশন ঘরানার সিনেমায় বলিউড অভিনেতাদের মধ্যে প্রথম দিকেই নাম আসে তিনি হলেন অজয় দেবগনের। অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনেতারা বডি ডাবল ব্যবহার করলেও অজয় বেশির ভাগ দৃশ্য নিজেই করতে পছন্দ করেন। আর সেটা করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার আহত হয়েছেন তিনি। আবারও 'সিংহাম ৩'-এর শুটিংয়ে চোখে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন তিনি। এখন দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য তিনি একাধিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

অজয় দেবগন আহত হওয়ায় আটকে গেছে 'সিংহাম ৩'-এর শুটিং। অভিনেতা এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেননি। এক সপ্তাহ আগে শুট শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো হয়নি।

অক্টোবরেই শেষ হওয়ার কথা ছিল তারকাবহুল 'সিংহাম ৩' সিনেমার শুটিং। কিন্তু তা আর হল না। শুটিংয়ের সময় অজয় দেবগন চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়ায় থেমে গেছে। ২০২৪-এর শুরুর দিকে হায়দরাবাদে পুনরায় শুটিং শুরু হবে। মুম্বাই শুট, যেটা এই মাসে অর্থাৎ ২০২৩-এর ডিসেম্বরে হওয়ার কথা ছিল, সেটা এবার হায়দরাবাদের শিডিউলের পরই হবে।

প্রসঙ্গত, রোহিত শেঠি পরিচালিত 'সিংহাম' সিনেমায় একাধিক বলিউড তারকা অভিনয় করেছেন। অজয় দেবগন ছাড়াও এই ছবিতে অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, কারিনা কাপুর, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, টাইগার শ্রফ, অর্জুন কাপুর, শ্বেতা তিওয়ারি প্রমুখকে।

সিনেমাটিতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দীপিকা পাড়ুকোন থাকছেন। তাকে অজয় দেবগনের বোনের ভূমিকায় দেখা যাবে বলে জানা গেছে। পুলিশ নির্ভর এই চলচ্চিত্রটিকে বাস্তবিক চিত্রে তুলে ধরতে চেষ্টার কোনো কমতি রাখছে না নির্মাতারা।

মা হওয়ার আগে আনুশকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিরাট

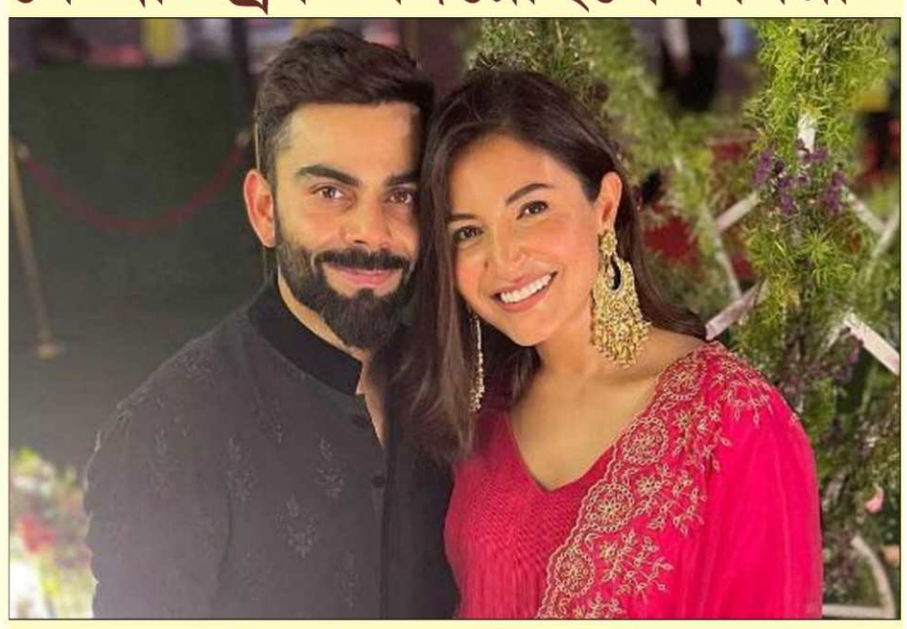

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের জনপ্রিয় দম্পতিদের একজন ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। বিয়ের পর এক ছাদের নিচে কাটিয়ে ফেলেছেন ৬ বছর। এখনও শুরুর দিনের মতোই আনুশকাকে আগলে রাখেন বিরাট। অন্যদিকে সংসারে বেশি সময় দিতে অভিনয়কে রীতিমতো 'না' বলে রেখেছেন আনুশকা। এখন আর পর্দায় সেভাবে দেখা মেলে না তার। ২০২১ সালে জন্ম হয় বিরাট-আনুশকার প্রথম সন্তান ভামিকার। চলতি বছরে আবারও সন্তানসম্ভবা হয়েছেন অভিনেত্রী। ফলে খুব শিগগিরই এই তারকা দম্পতির সংসারে আসতে চলেছে নতুন অতিথি।

তবে মা হিসেবে কী শুধু আনুশকাই পরিবারের জন্য অভিনয়, ক্যারিয়ার ত্যাগ করেছেন? বিরাট কোহলি কিছু করেননি? এই ক্রিকেটারও নাকি স্ত্রীকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২০১৩ সালে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের সময় প্রথম দেখা হয় বিরাট-আনুশকার। সেখান থেকেই প্রেমের শুরু। বেশ কয়েক বছরের প্রেমের পর ২০১৭ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েন এই জুটি। বিয়ের পর আনুশকা যখন সন্তানধারণ করার কথা ভাবছিলেন, তখন অভিনেত্রীকে নাকি কিছু কথা দিয়েছিলেন বিরাট। বলা যায়, স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। যা এরপরের প্রতিটি পদক্ষেপে পালন করে গেছেন এই ক্রিকেট তারকা। এক সাক্ষাৎকারে বিরাট কোহলি বলেন, তিনি এমন বাবা হতে চান, যিনি তার সন্তানের জীবনের প্রতিটি ধাপের সাক্ষী থাকবেন। শুধু তাই নয়, বিরাটের কথায়, 'আমি আনুশকাকে কথা দিয়েছিলাম, তুমি অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন তোমার প্রতিটা পদক্ষেপে তোমার সঙ্গে থাকব। তোমাকে চেকআপে নিয়ে যাওয়া হোক, কিংবা মাঝরাতে তোমার ইচ্ছেপূরণ- কোনও সময়ই তোমাকে একা রাখব না।'

বিরাট তার কথা রেখেছেন। সবসময় স্ত্রীর পাশে থেকেছেন। আনুশকাও তার জীবনসঙ্গীকে সমর্থন জুগিয়ে গেছেন মাঠে কিংবা মাঠের বাইরে সকল অবস্থাতেই।

বিয়ের পর পরমব্রত-পিয়ার পার্টি, সৃজিত-মিথিলাসহ তারার হাট

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অনুপম রায়ের প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তীকে বিয়ে করেছেন অভিনেতা পরমব্রত চ্যাটার্জি। গত মাসের শেষ লগ্নে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন তারা। এরপর মধুচন্দ্রিমার জন্য আয়ারল্যান্ডে উড়ে যান এই দম্পতি। মধুচন্দ্রিমা কাটিয়ে ভারতে ফিরেছেন পরমব্রত-পিয়া।

ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন পরমব্রত-পিয়া; ফলে শোবিজ অঙ্গনের তারকাদের তেমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আর এজন্য বিয়ের এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই বাড়িতে পার্টির আয়োজন করেন পরমব্রত। রোববার (২৪ ডিসেম্বর) এ অভিনেতার বাড়িতে বসেছিল এ আসর। এতে নিমন্ত্রিত ছিলেন কর্মক্ষেত্রের সব বন্ধুবান্ধবরা।

পরমব্রতর বাড়ির এই রাতের পার্টিতে যেন তারার মেলা বসেছিল। টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেকে এ আসরে যোগ দিয়েছিলেন। আর সবার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন পরমব্রত-পিয়া। আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন রাফিয়াথ রশীদ মিথিলা ও সৃজিত মুখার্জি দম্পতি।

অতিথিদের তালিকায় আরো ছিলেন মুনমুন সেন, অরিন্দম শীল, অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, শান্তিলাল মুখার্জি, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ, সন্দীপ্তা, আবীর চ্যাটার্জি প্রমুখ।

রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে পরমব্রতর বন্ধুত্ব পুরোনো। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। কারণ তাদের সম্পর্কের আকাশে কখনো মেঘ, কখনো রোদ্দুর দেখা গেছে। সেই রুদ্রনীল ছিলেন এ পার্টিতে আলো ছড়িয়েছেন। সবাই তাকে একটাই প্রশ্ন করেছেন, কবে বিয়ে করছেন তিনি।

২০২১ সালে পিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন সংগীতশিল্পী অনুপম রায়। ওই সময়ে গুঞ্জন উঠেছিল, পরমব্রতর সঙ্গে পরকীয়ার কারণে অনুপমের সংসার ভেঙেছে। যদিও তা অস্বীকার করেন পরমব্রত। কিন্তু সেই পিয়ার গলায় মালা পরিয়ে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিয়েছেন ৪৩ বছর বয়সী এই নায়ক।

প্রথমবার মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন রণবীর-আলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক বছর আগেই কন্যা সন্তানের মা-বাবা হলেও কখনো মেয়েকে প্রকাশ্যে আনেননি বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। অবশেষে সেই আক্ষেপ ঘুচলো। প্রথমবারের মতো একমাত্র কন্যাকে প্রকাশ্যে আনলেন রণবীর-আলিয়া। বড়দিন উপলক্ষে কুনাল কাপুরের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন এই দম্পতি। সেখানেই সাংবাদিকদের ক্যামেরায় রাহাকে নিয়ে পোজ দেন তার বাবা-মা।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে বার্ষিক মধ্যাহ্নভোজে একত্র হয়েছিল পুরো কাপুর পরিবার। সেখানেই প্রথমবারের মতো কন্যা রাহার চেহারা প্রকাশ্যে আনেন বলিউডের তারকা দম্পতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, দুই দিকে দুটি ঝুঁটি করেছে রাহা। বড়দিনের থিমের সঙ্গে মিল রেখে লাল-গোলাপি ফ্রক পরেছে সে, পায়ে লাল জুতা। বাবার কোলে থেকেই রাহা এক হাত ধরে রয়েছে মা আলিয়ার। উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে বলিউডের তারকা দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়ার ঘর আলো করে আসে কন্যা সন্তান রাহা। সম্প্রতি 'কফি উইথ করণ'-এ আলিয়া জানিয়েছেন তাদের মেয়ে রাহা হচ্ছে রণবীর ও তার মিশেল। রণবীরের বাবা ঋষি কাপুরের মুখের সঙ্গে মিল রয়েছে রাহার। যদিও ফুফু কারিনা কাপুরের মতে, রাহা দেখতে রণবীরের মতো। রাহা আসলে দেখতে কেমন, তা দেখার অপেক্ষার অবসান হলো।

আইসিসিকে একহাত নিয়ে

উসমান খাজার পাশে কামিন্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার উসমান খাজাকে তার ব্যাট বা জুতায় শান্তির প্রতীক লাগাতে অনুমতি দেয়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি। সেই সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যেই সমালোচিত হতে হয়েছে আইসিসিকে। এবার এ প্রসঙ্গে আইসিসিকে একহাত নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও। প্যাট কামিন্স জানালেন, গাজায় মানবাধিকার সঙ্কটের বিরুদ্ধে যে অবস্থান খাজা নিয়েছেন তা মোটেই আগ্রাসী নয়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাট এবং জুতায় শান্তির প্রতীক হিসেবে একটি কালো রংয়ের পায়রার স্টিকার লাগাতে চেয়েছিলেন উসমান খাজা। তার অনুমতি দেয়নি আইসিসি। কিন্তু তার সতীর্থ মার্নাস লাবুশেনকে ব্যক্তিগত ধর্মীয় বার্তা দিতে ব্যাটে ঈগলের স্টিকার লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বক্সিং ডে টেস্টের আগের দিন কামিন্স বলেছেন, "আমরা সবাই উজিকে (খাজা) সমর্থন করছি। ও যেটা বিশ্বাস করে সেটাই করছে এবং যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েই করছে। গত সপ্তাহেই বলেছিলাম, 'সব জীবনই সমান'। আমার মনে হয় না ও যেটা করছে সেটা খুব আগ্রাসী কিছু। পায়রার ব্যাপারেও একই কথা বলব।"

পাকিস্তান বংশোদ্ভূত উসমান খাজার পাশে দাঁড়িয়ে কামিন্স আরও বলেছেন, "উজি এ রকমই। আমার মনে হয় সবার সামনে ওর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো উচিত। যেটা ঠিক মনে করেছে সেটাই করেছে। তবে নিয়মও রয়েছে। আইসিসি ওকে একটি কাজ করতে নিষেধ করেছে। ওরাই নিয়ম তৈরি করে এবং সেটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে।"

প্রসঙ্গত, রবিবার মেলবোর্নে অনুশীলন চলাকালীন উসমান খাজার ব্যাট এবং গ্লাভসে কালো ঘুঘু পাখির ছবি দেওয়া একটি স্টিকার দেখা যায়। সঙ্গে লেখা ছিল, '০১: ইউডিএইচআর'। অর্থাৎ 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস'-এর এক নম্বর ধারার কথাই বোঝানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন এবং তার সমান সম্মান ও অধিকার রয়েছে।

মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার উসমান খাজা। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতায় নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে হাজার হাজার শিশু। হাসপাতাল পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বিমান হামলায়। খাবার নেই, পানি নেই, জীবন ধারনের জন্য ঔষধ পর্যন্ত নেই। এমন অন্যায়-অবিচার মানতে না পেরে, মানবতার বাণী লিখে মাঠে খেলতে নামতে চেয়েছিলেন উসমান খাজা।

কিন্তু এ বিষয়ে তার যে কোনো উদ্যোগকেই বাধাগ্রস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে আইসিসি।

ফিলিস্তিনিদের কষ্টে অভ্যস্ত হবেন না : সালাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যেখানে পুরো বিশ্ব বড়দিনের আনন্দে মেতেছে, সেখানে ইসরায়েলের হামলায় অন্ধকারে আছে ফিলিস্তিনিরা। গাজায় নারী ও শিশুসহ অগণিত মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন- যা হৃদয় ছুঁয়ে গেছে মোহাম্মদ সালাহরও।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আলোয় সজ্জিত ক্রিসমাস ট্রি নয় বরং সাদাকালো ক্রিসমাস ট্রির ছবি পোস্ট করে সালাহ আর্তি জানিয়েছেন, যারা প্রাণ হারিয়েছে, যারা স্বজন হারিয়েছে, তাদের কথা যেন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে না যায়।

তিনি লিখেছেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে নৃশংস যুদ্ধ চলছে; বিশেষ করে গাজায় যে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ চলছে...এ বছর আমরা খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ক্রিসমাস পালন করছি এবং যে মানুষগুলো তাদের প্রিয়জন হারিয়ে আর্তনাদ করছে, সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে আমরা ব্যথা ভাগ করে নিচ্ছি।'

'দয়া করে তাদের ভুলে যাবেন না এবং তাদের এই দুর্ভোগের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন না। মেরি ক্রিসমাস।'-আরো যোগ করেন মোহাম্মদ সালাহ।

ব্রাজিলকে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে চিঠি ফিফার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আবারও জটিলতায় পড়েছে ফুটবলে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ব্রাজিল জাতীয় দল ও ক্লাবগুলোকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা-ফিফা। কিছুদিন আগে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারশন (সিবিএফ)-এর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে এদনালদো রদ্রিগেসকে অপসারণ করার নির্দেশ দেন রিও দি জেনেরিওর আদালত। কিন্তু ফিফার আইন অনুযায়ী, এটা অ্যাসোসিয়েশনে বাইরের হস্তক্ষেপ। এ কারণে ব্রাজিল জাতীয় দল ও ক্লাবগুলোকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ফিফা।

গত ৭ ডিসেম্বর ব্রাজিলের স্টেট কোর্ট অফ জাস্টিস গত বছর অনুষ্ঠিত সিবিএফ নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে রদ্রিগেস এবং তার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত সকলকে বরখাস্ত করেন। তার স্থলে সিবিএফ-এর অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট অব স্পোর্টর্সের বিচারপতি হোসে পারদিসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সিবিএফের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য নির্বাচন সময় ও নীতিমালা ঘোষণা করার কথা পারদিসের। তবে এত তাড়াহুড়ো করে নির্বাচন করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে ফিফা। ঐতিহাসিকভাবেই ফিফা সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে সরকার এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ফিফা যদি ব্রাজিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাহলে, এমনকি পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলাও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

ফিফার চিঠিতে স্বাক্ষর রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের গভর্নিং বডি কনমেবলের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনসেরাত হিমেনেজ গার্সিয়ারও। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে, আগামী ৮ জানুয়ারি পুরো বিষয়টি নিয়ে তারা একটি যৌথ কমিশন গঠন করবে। সেই কমিশনের কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্বাচন কিংবা এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্তের মাধযমে সিবিএফ-কে প্রভাবিত করা যাবে না। চিঠিতে ফিফা আরও জানিয়েছে, যদি সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া কোনো থাকবে না। এর মধ্যে নিষিদ্ধ করার মতো ব্যাপারও থাকতে পারে। এমনকি ব্রাজিলের সদস্যপদও কেড়ে নিতে পারে ফিফা। ২০২১ সালে সিবিএফ-এর অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান রদ্রিগেস। তিনিই ব্রাজিলের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবল প্রধান। এরপর ২০২২ সালে তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে সিবিএফের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পান ২০২৬ সাল মেয়াদ পর্যন্ত। ২০২২ সালে পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসের সঙ্গে সিবিএফ-এর নির্বাচন সংক্রান্ত একটি চুক্তির কারণে পদ হারান ওই সময়ের একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তবে এরপর সিবিএফ প্রধানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আনেন তিনি। সেই অভিযোগের পেক্ষিতেই রুল জারি করেন আদালত। তবে রদ্রিগেস চাইলে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন।

শুনানির পর আদালতের সিদ্ধান্ত হলো, পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিস এবং সিবিএফের মধ্যকার চুক্তিটি বেআইনি। ফলে পদ হারান রদ্রিগেস। কিন্তু তাকে সরানোয় এবার ব্রাজিলের ফুটবল পড়ে গেল বিপদের মুখে।

টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম মাঠে নামবেন বিরাট কোহলি। তার আগে আচমকা ভারতীয় শিবির ছেড়ে তার ফিরে যাওয়ায় আশঙ্কার কালো মেঘ জমেছিল। তবে ভক্তদের স্বস্তির বার্তা দিলেন খোদ বিরাট। ২৬ ডিসেম্বর বক্সিং টেস্ট শুরু হওয়ার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। বিশ্বকাপ ফাইনালের হারের পর কোনও মন্তব্য করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও খুব বেশি অ্যাক্টিভ নন। দীর্ঘদিন পর প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামার আগে মুখ খুললেন বিরাট। জানিয়ে দিলেন টেস্টে নামার জন্য মুখিয়ে তিনি। বিরাট বলেন, আমার কাছে টেস্ট ক্রিকেট সবকিছুর উর্ধ্বে। ক্রিকেটের ইতিহাস, সংস্কৃতি বহন করে টেস্ট ক্রিকেট। এটা একটা আলাদা অনুভূতি। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স হোক বা দলের হয়ে অবদান রাখা, একটা বড় ইনিংস খেলতে পারলে আলাদা তৃপ্তি হয়। সাদা পোশাকে খেলার সময় আমারও একটা অন্য মেজাজ ছিল আসে। টেস্টই সব। আমি একশোর বেশি টেস্ট খেলতে পেরেছি। এর থেকে সম্মানের কী হতে পারে। আমি বরাবর টেস্ট ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।

বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেননি কোহলি। আপাতত একমাত্র ফোকাস প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনওদিন টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। এবার সেই অধরা স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বিরাট।

পাকিস্তানের হাই পারফরম্যান্স

কোচ হচ্ছেন আরাফাত

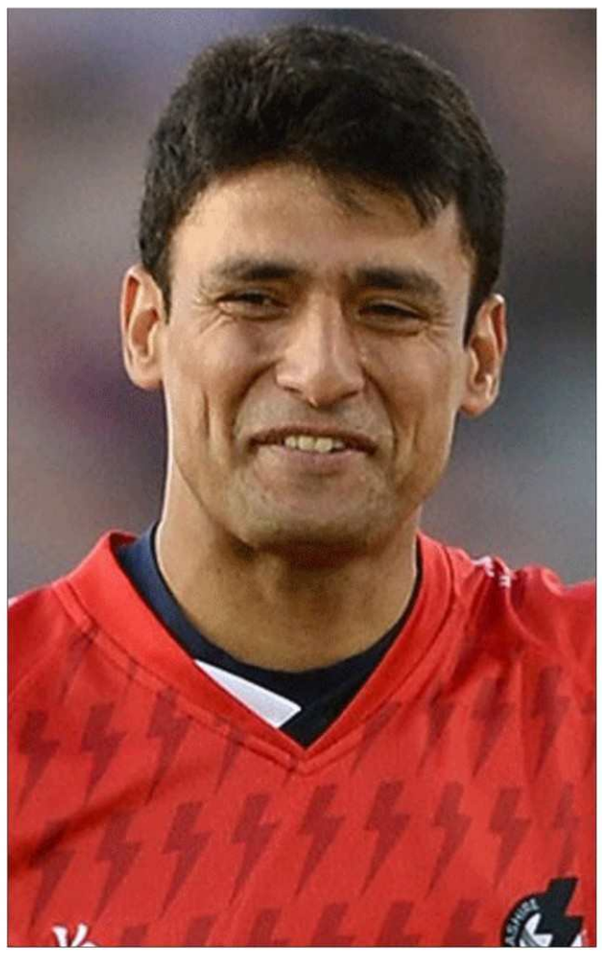

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান ক্রিকেটে কোচিং প্যানেলে সাম্প্রতিক নানা পরিবর্তনের ধারায় যুক্ত হলো আরও একটি বদল। নিউজিল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলটির কোচিং স্টাফে যোগ দিচ্ছেন ইয়াসির আরাফাত। ৪১ বছর বয়সী সাবেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার কাজ করবেন হাই-পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে।

চলতি অস্ট্রেলিয়া সফরে হাই-পারফরম্যান্স কোচের দায়িত্ব পালন করছেন সাইমন হেলমট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সূত্রের বরাতে ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ব্যক্তিগত ব্যস্ততার জন্য পাকিস্তানের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন না এই অস্ট্রেলিয়ান কোচ। বাংলাদেশ হাই-পারফরম্যান্স স্কোয়াডের কোচ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে যাওয়া হেলমট আইপিএল, বিগ ব্যাশসহ বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয় কাজ করেন নিয়মিতই।

হেলমট তার সিদ্ধান্ত জানানোর পর শেষ মুহূর্তে আরাফাতকে চূড়ান্ত করেছে পাকিস্তানের বোর্ড। পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গেই নিউ জিল্যান্ডে উড়াল দেবেন তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে মিকি আর্থার পাকিস্তানের টিম ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর আরাফাতকে জাতীয় দলের বোলিং কোচ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছিল। তার সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন আর্থার। তবে শেষ পর্যন্ত তখন আর এগোয়নি আলোচনা। এবার তাকে ভিন্ন ভূমিকায় দায়িত্ব দেওয়া হলো। আপাতত শুধু এই সিরিজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাকে।

ইসিবির লেভেল ৪ কোচিং কোর্স করা আরাফাত ইংলিশ কাউন্টি দল সারে ও সাসেক্সে কোচিং করিয়েছেন কিছুদিন। কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেটে ও হংকং জাতীয় দলেও।

আরাফাতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার খুব সমৃদ্ধ নয়। পাকিস্তানের হয়ে খেলেছেন ৩ টেস্ট, ১১ ওয়ানডে ও ১৩ টি-টোয়েন্টি। ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন তিনি।

তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে তার রেকর্ড দারুণ সমৃদ্ধ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২০৭ ম্যাচ খেলে ৭৯০ উইকেট তার, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ২৫৭ ম্যাচে উইকেট ৪০৪টি, টি-টোয়েন্টিতে ২২৬ ম্যাচে ২৮১টি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে রান করেছেন ১ হাজারের বেশি। ইংলিশ কাউন্টিতে দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন তিনি। সেখানে নানা সময়ে খেলেছেন ল্যাঙ্কাশায়ার, কেন্ট, সাসেক্স, সারে ও সমারসেটে। এছাড়া বিপিএল, বিগ ব্যাশসহ খেলছেন নিউ জিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে।

বিশ্বকাপের পর পাকিস্তান দলের কোচিং স্টাফে ব্যাপক রদবদলের ধারাবাহিকতায় এলো আরাফাতের এই নিয়োগ। টিম ডিরেক্টর আর্থার ও প্রধান কোচ গ্যান্ট ব্র্যাডবার্নকে সরিয়ে একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব দেওয়া হয় মোহাম্মদ হাফিজকে। আর্থার ও ব্র্যাডবার্ন এখনও পাকিস্তানের বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তবে আপাতত অন্য কোনো দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়নি।

হাফিজকে দায়িত্বে আনা ছাড়াও বিশ্বকাপের পর পেস বোলিং কোচ করা হয়েছে উমর গুলকে, স্পিন বোলিং কোচ সাঈদ আজমলকে এবং ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক ইংলিশ অলরাউন্ডার অ্যাডাম হলিওক। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ শেষে নিউ জিল্যান্ডে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। ১২ জানুয়ারি অকল্যান্ডে শুরু সিরিজ, শেষ ম্যাচ ২১ জানুয়ারি ক্রাইস্টচার্চে।

ব্যাটারদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা

সবচেয়ে কঠিন: রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের ফাইনাল হারের ঘা এখনও শুকায়নি রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের। মাস ঘুরতেই শুরু করতে হচ্ছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র। তাও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কন্ডিশনে। যেখানে ভারত কখনও টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি। ভারতের অধিনায়ক রোহিত জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কন্ডিশন ব্যাটিংয়ের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে কঠিনতম। তারপরও ভালো খেলতে হবে তাদের। কারণ বিশ্বকাপের বাজে স্মৃতি থেকে বের হতে টেস্ট সিরিজে জয়ের বিকল্প নেই তাদের।

ভারতের অধিনায়ক বলেছেন, 'আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ওই বিবেচনায় টেস্ট দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে কখনও টেস্ট সিরিজ জিততে পারিনি। গত দু'বার খুব কাছে গিয়েছিলাম, এবার তাই জয়ের ভালো সুযোগ আছে। আমরা ভালো আত্মবিশ্বাস নিয়ে এসেছি। পূর্বে যা কেউ করতে পারেনি তা করার ব্যাপারে আশাবাদী।'

দক্ষিণ আফ্রিকার কন্ডিশনে ব্যাটিং করা নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাট হাতে পারফর্ম করা খুবই কঠিন। ব্যাটারদের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন জায়গা। ওই চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে আছি। দুর্ভাগ্যবশত গত সফরে আমি এখানে ছিলাম না। তবে যারা এই কন্ডিশন সম্পর্কে অবগত তাদের থেকে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট জিততে পেসারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে রোহিতের। বুমরাহ-সিরাজদের ফর্ম তাকে আশাও দেখাচ্ছে। তবে মোহাম্মদ শামির অভিজ্ঞতা মিস করবেন বলে উল্লেখ করেছেন ভারতের তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক, 'বিদেশে পারফর্ম করে আমাদের পেসাররা সম্মান অর্জন করেছেন। গত ৫-৭ বছরে তারা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভালো করেছে। সেঞ্চুরিয়ানে আমরা টেস্ট জিতেছি, জোহানেসবার্গ-কেপটাউর্নে জয়ের খুব কাছে ছিলাম।'

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় সেঞ্চুরিয়ানের সুপার স্পোর্টস পার্কে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR